প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩

(২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন)

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল মঅধিকার, মানবসত্ত্বার মর্যাদা, মৌলিক মানবাধিকার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ (United Nations Convention on the Rights of the Persons with Disabilities) অনুসমর্থন করিয়াছে; এবং

যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়নের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের—

(ক) ধারা ৩১ ও ৩৬ ব্যতীত অবশিষ্ট ধারা ও তফসিল অবিলম্বে কার্যকর হইবে; এবং

(খ) ধারা ৩১ ও ৩৬, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) ‘‘উপজেলা কমিটি’’ অর্থ ধারা ২৩ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি;

(২) ‘‘একীভূত শিক্ষা’’ অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং অ-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর একইসঙ্গে অধ্যয়ন;

(৩) ‘‘কমিটি’’ অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত, ক্ষেত্রমত, জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটি বা কোন জেলা কমিটি বা কোন উপজেলা কমিটি বা কোন শহর কমিটি;

(৪) "জাতীয় নির্বাহী কমিটি" অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি;

(৫) "জাতীয় সমন্বয় কমিটি" অর্থ ধারা ১৭ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি;

(৬) "জেলা কমিটি" অর্থ ধারা ২১ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটি;

(৭) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

(৮) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৯) "প্রতিবন্ধিতা" অর্থ যেকোন কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যাহার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন;

(১০) "প্রতিবন্ধী ব্যক্তি" অর্থ ধারা ৩ এ বর্ণিত যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি;

(১১) "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার" অর্থ ধারা ১৬ তে উল্লিখিত এক বা একাধিক যে কোন অধিকার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন দলিলে উল্লিখিত অন্য কোন অধিকার, মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকার;

(১২) "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন" অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ স্বয়ং বা যেসকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজেদের অধিকারের কথা প্রকাশ করিতে পারেন না, তাহাদের পক্ষে তাহাদের মাতা-পিতা বা বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক কর্তৃক তাহাদের কল্যাণ ও স্বার্থ সুরক্ষার জন্য গঠিত ও পরিচালিত কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান;

(১৩) "প্রবেশগম্যতা" অর্থ ভৌত অবকাঠামো, যানবাহন, যোগাযোগ, তথ্য, এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ জনসাধারণের জন্য প্রাপ্য সকল সুবিধা ও সেবাসমূহে অন্যান্যদের মত প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমসুযোগ ও সমআচরণ প্রাপ্তির অধিকার;

(১৪) "প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা (reasonable accommodation)" অর্থ প্রয়োজনীয় এবং যথার্থ পরিমার্জন ও সমন্বয়, যাহা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা মাত্রাতিরিক্ত বোঝা আরোপ না করিয়া প্রয়োজনীয়

নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যদের সহিত সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার উপভোগ ও অনুশীলন নিশ্চিত করে;

(১৫) ‘‘ফৌজদারী কার্যবিধি’’ অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(১৬) ‘‘বাংলা ইশারা ভাষা’’ অর্থ শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রণীত বাংলা ইশারা ভাষা, যাহা তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি হইতে উৎসারিত এবং অন্যান্য ভাষার মতই গতিশীল ও পরিবর্তনশীল;

(১৭) ‘‘বিচারগম্যতা (access to justice)’’ অর্থ সকল আইনী কার্যধারায়, যেমন: অভিযোগ দায়ের, অনুসন্ধান, সাক্ষ্য প্রদান, তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির, পদ্ধতিগত ও বয়স উপযোগী সুবিধাসহ, সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় সমভাবে অংশগ্রহণের অধিকার;

(১৮) ‘‘বিধি’’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধি;

(১৯) ‘‘বিশেষ শিক্ষা’’ অর্থ প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কোন আবাসিক বা অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম, যাহা মূলধারার শিক্ষার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ এবং যেখানে বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার পাশাপাশি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বিদ্যমান;

(২০) ‘‘বৈষম্য’’ অর্থ প্রতিবন্ধীদের প্রতি সাধারণ ব্যক্তিদের তুলনায় অন্যায্য আচরণ এবং নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কর্মকান্ড উক্ত অন্যায্য আচরণের অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা;

(খ) পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করা;

(গ) প্রতিবন্ধী হিসাবে প্রাপ্য কোন সুযোগ বা সুবিধা প্রদানে অস্বীকৃতি বা কম সুযোগ-সুবিধা প্রদান; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কর্মকাণ্ড;

(২১) ‘‘ব্রেইল (braille)’’ অর্থ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য সৃষ্ট বর্ণমালা;

(২২) ‘‘শহর কমিটি’’ অর্থ ধারা ২৪ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত শহর কমিটি;

(২৩) ‘‘শহর এলাকা’’ অর্থ সিটি কর্পোরেশন বা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত সমাজসেবা অধিদপ্তরের কোন শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয়ের আওতাধীন এলাকা;

(২৪) ‘‘সচিব’’ অর্থে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(২৫) "সমন্বিত শিক্ষা" অর্থ মূলধারার বিদ্যালয়ে, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর উপযোগী বিশেষ ব্যবস্থাধীন শিক্ষা ব্যবস্থা;

(২৬) "সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন" অর্থ সমাজের সকল কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে তাহাকে কোন বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানে না রাখিয়া সমাজের মধ্যেই তাহার উন্নয়ন প্রয়াস;

(২৭) "সুরক্ষা" অর্থ, সার্বিক অর্থকে সীমিত না করিয়া, তফসিলে উল্লিখিত কোন কর্মকাণ্ড;

(২৮) "সমান আইনী স্বীকৃতি (equal recognition before the law)" অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সর্বত্রই ব্যক্তি হিসাবে সমান আইনী স্বীকৃতি এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমান আইনী কর্তৃত্ব (legal capacity)ভোগ;

(২৯) "স্ব-সহায়ক সংগঠন" অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তাহাদের পরিবারের কল্যাণ ও স্বার্থ সুরক্ষায় গঠিত ও পরিচালিত কোন সংগঠন।

প্রতিবন্ধিতার ধরন

৩। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত, ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা এবং প্রতিকূলতার ভিন্নতা বিবেচনায়, প্রতিবন্ধিতার ধরনসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস (autism or autism spectrum disorders);

(খ) শারীরিক প্রতিবন্ধিতা (physical disability);

(গ) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা (mental illness leading to disability);

(ঘ) দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা (visual disability);

(ঙ) বাকপ্রতিবন্ধিতা (speech disability);

(চ) বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা (intellectual disability);

(ছ) শ্রবণপ্রতিবন্ধিতা (hearing disability);

(জ) শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা (deaf-blindness);

(ঝ) সেরিব্রাল পালসি (cerebral palsy);

(ঞ) ডাউন সিনড্রোম (Down syndrome);

(ট) বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা (multiple disability); এবং

(ঠ) অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা (other disability) ।

অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস (autism or autism spectrum disorders)

৪। যাহাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত লক্ষণসমূহের মধ্যে দফা (ক), (খ) ও (গ) এর উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে এবং দফা (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ), (জ), (ঝ), (ঞ) ও (ট) তে বর্ণিত লক্ষণসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক লক্ষণ পরিলক্ষিত হইবে, তাহারা অটিজম বৈশিষ্টসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যথা:—

(ক) মৌখিক বা অমৌখিক যোগাযোগে সীমাবদ্ধতা;

(খ) সামাজিক ও পারস্পরিক আচার-আচরণ, ভাববিনিময় ও কল্পনাযুক্ত কাজ-কর্মের সীমাবদ্ধতা;

(গ) একই ধরনের বা সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের পুনরাবৃত্তি;

(ঘ) শ্রবণ, দর্শন, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, ব্যথা, ভারসাম্য ও চলনে অন্যদের তুলনায় বেশি বা কম সংবেদনশীলতা;

(ঙ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বা অন্য কোন প্রতিবন্ধিতা বা খিচুনী;

(চ) এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা এবং একই ব্যক্তির মধ্যে বিকাশের অসমতা;

(ছ) চোখে চোখ না রাখা বা কম রাখা (eye contact);

(জ) অতিরিক্ত চঞ্চলতা বা উত্তেজনা, অসংগতিপূর্ণ হাসি-কান্না;

(ঝ) অস্বাভাবিক শারিরীক অঙ্গভঙ্গি;

(ঞ) একই রুটিনে চলার প্রচন্ড প্রবণতা; এবং

(ট) সরকার কর্তৃক , সময়ে সময়ে, গেজেট নোটিফিকেশনের দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন বৈশিষ্ট্য।

[ব্যাখ্যা: অটিজম মস্তিস্কের স্বাভাবিক বিকাশের এইরূপ একটি জটিল প্রতিবন্ধকতা যাহা শিশুর জন্মের এক বৎসর ছয়মাস হইতে তিন বৎসরের মধ্যে প্রকাশ পায়। এই ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাধারণত শারীরিক গঠনে কোন সমস্যা বা ত্রুটি থাকে না এবং তাহাদের চেহারা ও অবয়ব অন্যান্য সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতই হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ছবি আঁকা, গান করা, কম্পিউটার চালনা বা গাণিতিক সমাধানসহ অনেক জটিল বিষয়ে এই ধরনের ব্যক্তিরা বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকে।]

শারীরিক প্রতিবন্ধিতা (physical disability)

৫। নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি ‘শারীরিকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি’ বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যথা:—

(ক) একটি বা উভয় হাত বা পা না থাকা; বা